R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.— WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ☆ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ | ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল | ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা | বার্ষিক ২৫ টাকা

'নাই' এর কবলে পড়ে জঙ্গিপুর হাসপাতাল ধুঁকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হাসপাতাল যেন সর্বগ্রাসী 'নাই' এর কবলে। এখানে ওষুধ নাই ; স্যালাইন নাই ; এমন কি নাই স্যালাইন পুশ করা টিউবও। নাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স। নাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। নাই হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখার মত ব্যবস্থা। বিরাট একটা 'নাই' এর আবর্তে পড়ে একটা মহকুমা হাসপাতাল হাবুডুবু খাচ্ছে। ডাক্তার আছেন প্রচুর। কিন্তু নাই তাঁদের সহানুভূতি। নাই কর্মচারীদের মধ্যে সততা, মমতা, পরোপকারী প্রবৃত্তি। ফলে প্রায়শই ঘটছে নানান অশান্তি। তবে একথাও ঠিক এই হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থার মূলে কিন্তু রয়েছে সরকারী অবহেলা। যেমন নার্সিং ষ্টাফের অভাব ঘোচাতে গেলে প্রয়োজন নার্স এর নিয়োগ এমনভাবে যেন অন্ততঃ পক্ষে রাতে প্রতি ওয়ার্ডে দু'জন নার্স থাকতে পারেন। তাহলে রোগীদের উপর দৃষ্টি রাখা অন্ততঃ সম্ভব হবে। অবহেলায় মৃত্যুর সংখ্যা কমবে। হাসপাতাল চত্বর বা বাইরের অফিস বারান্দার অপরিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য সুইপার ষ্টাফ দিতে হবে। পূর্বে মনিগ্রাম মিশনারী সংস্থাকে অনুরোধ জানানোয় তাঁরা কয়েকবারই হাসপাতাল (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

জনৈক ঠিকাদার বিনা টেণ্ডারে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি মোরামের রাস্তা তৈরী হচ্ছে। মিঠিপুর পঞ্চায়েতের নবকান্তপুর থেকে লালখাঁনদিয়াড় পর্যন্ত রাস্তাটিতে ব্যয় হবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। বিনা টেন্ডারে জনৈক ঠিকাদার কাজেমকে কাজটি দেওয়া হয়েছে। জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পের (জে আর ওয়াই) খাতে টাকা দিয়েছে জেলা পরিষদ। বিনা টেন্ডারে কাজ দেবার বেনিয়ম পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্যরা বিডিওকে অভিযোগ করায় আপাততঃ কাজটি বন্ধ রয়েছে। ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস নেতা বিজয়ভূষণ সিংহ রায় অভিযোগ করেন—কাজেম নামে ঠিকাদারটি গত পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকালে বিনা টেন্ডারে সিংহভাগ কাজ করেছেন। ঐ নিয়মে এবারও করছেন। ভালোভাবে তদন্ত করলে প্রচুর টাকার দুর্নীতির রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে। সর্বশেষ খবরে জানা যায় কাজেম নাকি বর্তমান বিধায়ক আবদুল হকের ভাইপো।

ভিতরের বিবাদে ব্লক যুব কমিটি গঠন করা গেল না

ধুলিয়ান ঃ অভ্যন্তরীণ বিবাদে স্থানীয় যুব কংগ্রেসের অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ জানুয়ারী সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রাক্কালে সৌগত রায় ও মান্নান হোসেনের পথসভায় ৫০/৬০ জনের বেশী লোক হয়নি বলে খবর। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি মান্নান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক, এ আই সি সি সদস্য মোঃ সোহরাব ও বিধায়ক সৌগত রায়। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিরা যুব সভাপতির বিরুদ্ধে বক্তব্যে সোচ্চার হন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন ব্লক যুব সভাপতি নুরুল খাঁন বাংলাদেশে চোরাপাচারকারীদের মদত দিচ্ছেন। অপরদিকে প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য মোজাম্মেল হোসেন, রাণাপ্রতাপ সিং এর অনুপস্থিতি এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সামসুল হক ও নজেদ আলিকে বক্তব্য রাখতে না দেওয়ায় সম্মেলন কার্যতঃ সোমেন পান্ডে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

পুলিশের গাফিলতিই এত কাণ্ডের জন্য দায়ী

সাগরদীঘি ঃ গত ২১ জানুয়ারী রাতে এই থানার ছামুগ্রামে জনৈকা বিধবা মহিলা জগৎজননী ও তাঁর তিন ছেলে ছামুগ্রামে যে তান্ডব চালান বা এখনও যে সমস্ত ঘটনা এ অঞ্চলে ঘটছে তা ঘটতে পারতো না বা হত্যাও এড়ানো যেন যদি স্থানীয় থানা একটু তৎপর হতেন। কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা নেওয়ায় ছামুগ্রামের শান্তিপ্রিয় লোকেরা মনে করছেন দুষ্কৃতিদের পুলিশ প্রচ্ছন্ন মদত দিয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার আরো প্রমাণ দুই দুর্ধর্ষ আসামী গোরা ঘোষ ও বাহোট বিশু এখনও ধরা না পড়া। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী হড়হড়ি, (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ধর্ষণের অভিযোগে দুই হোমগার্ড সাসপেণ্ড

ধুলিয়ান ঃ গত ২৫ জানুয়ারী এ্যাডিসনাল এস পির আদেশে স্থানীয় দুই হোমগার্ডকে সাসপেন্ড করা হয়। অভিযোগ এই দু'জন গত ১০ জানুয়ারী বারবণিতা পল্লীতে মত্ত অবস্থায় গিয়ে দু'জন মহিলাকে ধর্ষণ করেন। খবর পেয়ে থানা থেকে তদন্ত করে এই দু'জনের বিরুদ্ধে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা হলে এ্যাডিসনাল এস পি ঐ আদেশ দেন। এই হোমগার্ড দু'জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকজনের বহু অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের একজন অনৈতিক উপায়ে বহু অর্থ আয় করে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের একটি বাড়ী করেছেন বলে জানা যায়। স্থানীয় নাগরিকরা এঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানান।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে মাঘ বুধবার, ১৪০০ সাল

॥ দুই বিপর্যয় ॥

দশ দিনের ব্যবধানে এই রাজ্যে দুইটি বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। সব মানুষ শোকাহত এবং মর্মাহত। দুর্ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়াও আমরা হতভাগ্য নিহতদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। নিহতদের প্রিয়জনদিগকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার ভাষা আমাদের নাই।

প্রথম দুর্ঘটনা নদীগর্ভে। ইহার বলি গঙ্গাসাগর হইতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকারী তীর্থযাত্রীরা। 'মা অভয়া' লঞ্চখানি সব আরোহীকে মাভৈঃ শুনাইতে পারে নাই। অপর একখানি লঞ্চের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে সে যাত্রীসহ গভীর জলে তলাইয়া যায়। বন্ধ দরজা-জানালা। তাহার মধ্যে অবস্থিত যাত্রীরা জলমগ্ন হইয়া কীভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, ভাবিতে পারা যায় না। সকলেই তাঁহাদের হারানো প্রিয়জনের শবদেহ ফিরিয়া পান নাই। যাঁহারা গৃহে ফিরিলেন না, ধরিয়া লইতে হইবে যে, সব মৃতদেহ উদ্ধার করা না গেলে বা সনাক্ত করা না হইলে তাঁহারা আর ফিরিবেন না।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনা খনির তিমির গর্ভে। 'কৃষ্ণহীরক' উত্তোলনকারী শ্রমিক দল ইহার বলি। আসানসোল নিউ কেন্দা কয়লাখানর গহ্বরে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে বন্দী শ্রমিকেরা বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন অথবা প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসাইয়া কুঁকড়াইয়া শেষ হইয়াছেন। অতল খনি-গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ মানুষ কী অসহায় অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন, ভাবা যায় না। সব মৃতদেহ এখনও উদ্ধার করা যায় নাই এবং তাহা সম্ভব হইবে কিনা তাহা নিবন্ধটি লিখিবার সময় পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে না। তরলীকৃত নাইট্রোজেন ঢালিয়া উদ্ধারকার্য চালান হইবে বলিয়া খবরে প্রকাশ। আর খনিমধ্যে নাকি ধস নামার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অতএব উদ্ধারকার্য ব্যাহত হইবে কিনা বলা যায় না।

অতঃপর ? উভয় ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা শুনা যাইতেছে। নিহতদের পরিবারগুলিকে অর্থসাহায্য নাকি দেওয়া হইবে।

যতদূর জানা গিয়াছে, প্রথম দুর্ঘটনা নাকি প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য ঘটিয়াছিল বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। আর নিউ কেন্দা কয়লাখনির দুর্ঘটনা নাকি মূলতঃ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্যই হইয়াছে। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ উঠিয়াছে। এখন নানা প্রশ্ন, তাহাদের উত্তর, আবার পাল্টা প্রশ্ন এবং উত্তর—এই পালা চলিবে। বিচারবিভাগীয় তদন্ত হইবে। ফলাফলও জানা যাইবে। কিন্তু যাঁহারা চিরবিদায় লইয়াছেন বিনা প্রস্তুতিতেই, তাঁহারা আর ফিরিবেন না। পরিবারবর্গের সম্বল হা-হুতাশ। আর খনিগর্ভের পরিত্যক্ত কয়লা (যদি হয়) আনিবে অর্থ-নৈতিক ক্ষতি। পূর্ব হইতে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি রক্ষিত হয়, তবে ধন ও প্রাণ এমনভাবে চলিয়া যায় না।

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

বরুণ রায়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণকামীদের হাতে। কাজেই বিদেশী শাসক ইংরেজের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে শাসকদের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় নিজেদের জন্য সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের অশিক্ষিত নিরন্ন বঞ্চিত মানুষরা সচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আসুক, সংগ্রামের পতাকা তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রক্তমূল্যে বিদেশী (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তল্পিবাহক এদেশের শোষকদের) শোষকদের উৎখাত করুক এটা ছিল তাদের না-পসন্দ।

অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়ার লক্ষ্য প্রথম এ দেশে বেছে নেয় অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা জানত, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। রামধুন শুনিয়ে সাদা চামড়ার শোষকদের তাড়ানো যাবে না। বিদেশী ইংরেজদের এরা ছিল চোখের শূল। তাদের প্রচার যন্ত্র এদেরকে চিহ্নিত করেছিল 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের নামাবলিধারী অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেরকে 'বিপথগামী' বলে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বপ্রযত্নে এদের এড়িয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সমস্ত ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে ব্যাপকতম ভিত্তিতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর, শাসকদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষ ভ্রষ্টাচার। প্রকৃত সেনাধ্যক্ষের মত তিনি জানতেন যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ধুরন্ধর প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে শত্রুকে নির্মম আঘাত হানতে হবে। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে রণনীতিতে শত্রুর শত্রু সাময়িক-ভাবে আমার মিত্র হতেই পারে।

বেপরোয়া লড়াকু সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বরাবরই দক্ষিণপন্থী আপোষকামী কংগ্রেসী নেতাদের 'চোখের বালি' ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এঁরাই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। আপোষহীন সংগ্রামের ডাক-দেওয়া এই নেতাকে সবরকমে অপদস্ত করে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু এই বিতাড়িত, বিড়ম্বিত মানুষটিই তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকে দেশের মাটি থেকে বহু দূরে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে—'চলো দিল্লী' ডাক দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। 'তুম্ হাম্কো খুন দো, ম্যয় তুম্কো আজাদী দুঙ্গা' —এ কোন সৌখীন সভায় প্রস্তাবপাশকারী নেতার কণ্ঠের ডাক নয়। না-খেতে-পাওয়া মুমূর্ষু সেনাবাহিনী শত্রুর শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এই নেতাকেই বলতে পারে— 'হাম গোলামিকে রোটি ঔর মখ্খনসে আজাদীকা ঘাম জাদা পসন্দ্ করতে হেঁ।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামই ১৯৪২ এর প্রথম গণ-সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, ডাক-তার ধর্মঘটের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপকতম গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপন্ন পর্যুদস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা ভিখারী নেতৃত্ব সেদিন ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে দেশকে খণ্ডিত করে গদি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মাতে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কোন একজন মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বেশি আলোড়িত করেননি, সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সফল নেতৃত্ব দেননি। দেশবিদেশের লক্ষ লক্ষ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবোল-তাবোল

গ্যাস

অনুপ ঘোষাল

আমাদের জনৈক রাষ্ট্রীয় নেতার মৃত্যুর পর হেলিকপ্টারে করে তাঁর চিতাভস্ম সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। একটা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে একটা গরীব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে অপচয় করার জন্য অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কিছু বলার ছিল না। কারণ ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ-উত্তরপুরুষ সবাই নেতা, নেতার বংশ! নিন্দুকেরা ছাড়বার পাত্র নয়, তারা রটালো—সেই প্রখ্যাত নেতা পরিবারকে দিয়ে গেলেন 'ক্যাশ', দেশকে দিয়ে গেলেন 'অ্যাশ' এবং জাতিকে দিয়ে গেলেন 'গ্যাস'।

নিন্দুক যতই রসিকতা করে গ্যাসের কথা বলুক না কেন, গ্যাসের মত দরকারি জিনিস আর দুটি নেই। গ্যাস খাইয়ে অনেক কিছু আদায় করে নেয়া যায়। সারাজীবন তোমাকে দেখব বলে গ্যাস দিয়ে বাবার কাছ থেকে ছেলে নিজের নামে সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়, 'বস্'কে গ্যাস মেরে প্রমোশনের চিঠিতে খস্ করে সই করিয়ে নেয় অধস্তন কর্মচারি, গ্যাসের মিশেলে বক্তৃতা ফাঁপিয়ে নেতারা পার হয়ে যান ভোটের বৈতরণী। ক্যাশ খান না, এমন সৎ কর্মচারী পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গ্যাস খান না এমন লোক দেখেছেন? প্রথমে ক্যাশ দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন কড়া অফিসারকে নরম করতে পারেন কিনা, না পারলে বলুন—'আহ্, আপনি তো দেবতা ময়, ক্যাশ খান না! এমন সৎ মানুষ জীবনে দেখিনি।' ব্যাস কাম ফতে। ক্যাশ যা পারল না, গ্যাস অনায়াসে তা উৎরে দিল।

জাতিকে গ্যাস দিয়ে গেছিলেন সেই নেতা। তখন কে জানত—গ্যাস শুধু রাঁধবে না দরকার হলে বেয়ারা বৌকে পুড়িয়ে নিকেশ করে দেবে। তেমন প্রয়োজনে গ্যাসের রেগুলেটরটি বিগড়ে রেখে দিয়ে ঝোলা হাতে বেরিয়ে যান, বাজার সেরে ফিরে দেখবেন গোঁয়ার গিন্নী ছাই হয়ে পড়ে আছেন। পথের কাঁটা সাফ। ঝাঁটা দিয়ে ছাই সাফ করে একটি হাইক্লাশ কন্যেকে ঘরে তুলুন, কোন ঝামেলা নেই। নতুন বৌ-কে শুনিয়ে দিন—গ্যাস কিন্তু আছেই, সাবোধান, সাবোধান!

এই গ্যাস নিয়ে খেলা চলছে সরকারের সঙ্গে পাবলিকের। ভর্তুকি কমাতে চান সরকার, গরিবের ভোট তো দরকার। সত্তর থেকে এক লাফে নব্বই, নব্বই থেকে একশ দশ। কিস্তিতে কিস্তিতে দরটাকে এমন টঙে তুলে দেয়া হচ্ছে গ্রাহকরা কিস্তিতে কিস্তিতে শ্রাদ্ধ করছে সরকারের। সরকারের কানে তুলো, নাকে তেল। এবার যে পিঠে কুলোর দরকার হবে তা জানেন না। যারা গ্যাসের কথা শুনেছে, চোখে দেখেনি; উনুনের কয়লায় পাখার ঝাপটা দিতে দিতে যাদের বুকের হাঁপটা চাগাড় দেয়, তারা গ্যাসের দাম বেড়েছে শুনে বগল বাজাচ্ছে—'ক্যামন গ্যাসের যশ, এবার ফ্যালো একশ দশ!' ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে। সামনের বাজেটে কয়লার 'সেস্' চাপবে, নিম্নবিত্তও শেষ হয়ে যাবে। তখন গ্যাসঅলারা হাসবেন। একবার এ হাসবে, আর একবার ও হাসবে। এ বড় মজার খেলা—গ্যাস কয়লার লড়াই।

নেতা বলছেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। আস্তে আস্তে সব সইয়ে দেব। হাসতে হাসতে লোকে গ্যাস কিনতে সিলিণ্ডারে আর কয়লা কিনতে কুইণ্টালে দুশো টাকা দিয়ে দেবে। একটু সময় নেব। দেব না হার্টে চাপ, হাজার হোক আমরা জনগণের বাপ।

কী আর বলি, 'কর্তারা ড্যাশটারে গ্যাস দিয়া শ্যাষ কোইরা ফ্যালাইল!'

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে তাদেরকে জীবন আহুতি দিতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেননি।

অথচ এই মানুষটিকেই দেশে তাঁর নিজের দলের তা বড় নেতারা ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বিতাড়িত করেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া দালালদের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি পণ্ডিত' এক কংগ্রেসী মহানেতা ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারত অভিযান করলে তিনি অস্ত্র নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মৃত সৈনিকদের পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসকারী 'ভারতপ্রেমিক' (!) বৃটীশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে নাচানাচি করতে এই নেতার বাধেনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগ্রামের সুফল পরবর্তীকালে নির্লজ্জভাবে নিজেদের কাজে লাগাতে এই নেতাদের বাধেনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অঙ্গিভূত হতে পারেনি, সরকারী অফিস আদালতে সুভাষচন্দ্রের ছবি আজও নিষিদ্ধ, অন্ত্যজ। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামের ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমাদের মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির যেন কোন গুরুত্ব নাই। দেশ-বিদেশে ঢক্কা নিনাদে প্রচারিত হচ্ছে, অহিংস সংগ্রামের পথে নাকি স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা বিশ্বে নতুন পথ দেখিয়েছি। 'সত্যমেব জয়তে'র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাবাণীর কি নির্মম পরিহাস, কি নির্লজ্জ ভণ্ডামি!

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের অন্যতম নেতা জনগণমনঅধিনায়ক সুভাষ-চন্দ্রকে মানুষের হৃদয় থেকে এভাবে নির্বাসিত করা যাবে না। একদিন না একদিন ইতিহাস তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বমহিমায় আপন অঙ্কে স্থান করে দিবে।

মহকুমার ছেলে আসফাক ভারতে দ্বিতীয় হলেন

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১ জানুয়ারী কলকাতা সল্টলেকে অনুষ্ঠিত সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাইজাম্পে ২য় স্থান লাভ করেন আমাদের মহকুমার ছেলে আসফাক হোসেন। ইষ্টবেঙ্গলের রঞ্জন দেবনাথ প্রথম স্থান পান। এর আগে আসফাক সিটি অ্যাথলেটিক মিটে রবীন্দ্র-সরোবর ষ্টেডিয়ামে পাইওনিয়ার স্পোর্টিং এ্যাঃ মিটে ১'৯৩ মিটার অতিক্রম করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখন তিনি জাতীয় কোচ পবিত্র চ্যাটার্জীর কাছে অনুশীলনরত। চলতি মাসে কেরালার ত্রিবান্দ্রামে সারাভারত বিশ্ববিদ্যালয় মিটে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগদান করছেন। আসফাক সামসের-গঞ্জের কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা যায়।

শিক্ষক চাই

শিশুদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত যে কোন শাখার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই। সমস্ত প্রমাণপত্রের নকলসহ দরখাস্ত করুন ৮ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ এর মধ্যে।

সেক্রেটারী, রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল
(ইংলিশ মিডিয়াম),
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ— দরখাস্ত জমা দেবেন প্রতি কাজের দিন সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট।

জায়গা ও দোকান ঘর বিক্রী

প্রতাপপুরে চারদিকে উঁচু প্রাচীরযুক্ত আনুমানিক ৩ কাঠা বাড়ী করার উপযোগী জায়গা ও ফুলতলায় ১টি দোকান ঘর বিক্রয় হইবে। খোঁজ করুন—

নবকুমার মণ্ডল
(T. V., V. C. R-এর টেকনিশিয়ান)
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা

জঙ্গিপুর হাসপাতাল ধুঁকছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

চত্বর পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু দয়া বা আনুকূল্যে এই বিশাল কাজ করা সম্ভব নয়। এটা সরকারকে বুঝতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হাসপাতালের দুর্দশা দূর করতে অনেক সংস্থা এগিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত কাজ হয় না। যেমন বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূর করতে মহকুমা শাসক কয়েক বৎসর আগে একটি বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর হাসপাতালের জন্য সহৃদয় এক সংস্থার কাছ থেকে ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু জেনারেটরের লাইন ওয়ারিং এর অর্থ মঞ্জুর না হওয়ায় হাসপাতালের সর্বত্র আলো দেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়লে অনেক সমস্যা দূর হয়। যেমন নিয়মানুযায়ী রোগীদের জন্য ডাব আনলে, তা কেটে গ্লাসে জল ঢেলে ডাবের খোলা হাসপাতালের বাইরে ফেলে দেওয়া, কিন্তু এখানে জনসাধারণ সে নিয়ম না মেনে হাসপাতাল চত্বরে বা রোগীদের বেডের নীচেই তা ফেলে দিয়ে জঞ্জাল বাড়ান, নিষেধ করলেও শোনে না। অবশ্য একথাও ঠিক হাসপাতালে লোকাল পারচেজ, ষ্টক এ সব নিয়ে দুর্নীতিও প্রচুর। যা ধরাও পড়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তেমন কোন শাস্তির ব্যবস্থা না হওয়ায় দুষ্কৃতিদের সাহস বেড়েছে। আইনের জাল কেটে, ইউনিয়নের সহযোগিতা পেয়ে, কখনও বা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আইনের সূক্ষ্মতাকে কাজে লাগিয়ে এরা আত্মরক্ষা করে। তাই হাসপাতাল থেকে অনীতি বা অনাচার দূর করতে হলে শুধু মাত্র হৈ হৈ করে আন্দোলন, ঘেরাও বা ডাক্তার, ষ্টাফের উপর চড়াও হলেই চলবে না, আত্ম সচেতন হয়ে সকলকে একযোগে ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে আসতে হবে।

পুলিশের গাফিলতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কড়াইয়া গ্রামে আরও কিছু ঘটনা এ ক'দিনে ঘটে গেছে। সাগরদীঘি সাবরেজিষ্ট্রি অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে ছামুগ্রামের মানিক ঘোষকে হড়হড়ির কয়েকজন আটক করেন। ২১ জানুয়ারীর ঘটনায় মৃত বদরুদ্দোজার বাবা জানতে পেরে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়ী পৌঁছে দেন। ছামুগ্রামের মীরু ঘোষ দুই ছেলেকে নিয়ে মাঠে গরু চড়াতে গেলে কড়াইয়ার কয়েকজন তাঁদের মারধোর করে হাত ভেঙ্গে দেয়। আহত অবস্থায় তাঁদের বহরমপুর হাসপাতালে পাঠাতে হয়। পুলিশ সুপার অনিলকুমার ঘটনাস্থলে আসেন ও এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেন।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী— কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সিটুর আলোচনা সভায় ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও নয়া শিল্প বিল

বহরমপুর, ২৭ জানুয়ারী ঃ আজ বহরমপুর বাসষ্ট্যাণ্ড সন্নিহিত মার্কেট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত "ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও নয়া শিল্প সম্পর্ক বিল" বিষয়ে আলোচনা সভার সভায় সভাপতিত্ব করেন সিটু মুর্শিদাবাদের জেলা কমিটির সভাপতি এবং ফরাক্কার বিধায়ক কমরেড আবুল হাসনাৎ খান। সভার সুরুতে বহরমপুরের সিটু কর্মী, সমাজবিরোধীদের হাতে সদ্য নিহত কমরেড বাবু গাঙ্গুলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভার প্রথম বক্তা, সি আই টি ইউ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড তুষার দে বলেন এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে শিল্প শ্রমিক ছাড়াও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষসহ সমগ্র দেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে আজ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ সমস্ত অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আশু ও জরুরী হয়ে পড়েছে। এই আলোচনা সভাকে সময়োপযোগী বলে ঘোষণা করে সিটুর সর্বভারতীয় নেতা এবং পঃ বঙ্গ সরকারের পরিবহন মন্ত্রী কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন এই ধরনের আলোচনা সভাসহ আন্দোলনের কর্মসূচীগুলিকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এবং এই ভাবেই সমস্ত মানুষকে 'ডাঙ্কেল প্রস্তাবের' প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের ফলে শ্রমিকদের উপর, শিল্পের উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে চলেছে তার উল্লেখ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত নয়া শিল্প সম্পর্ক বিলের প্রসঙ্গ উথাপন করেন। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রকে চিহ্নিত করে বিভীষিকাময় ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরেন। এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় সিটুর দুই সহস্রাধিক সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন।

যুব কমিটি গঠন করা গেল না (১ম পৃষ্ঠার পর)

গোষ্ঠীর দখলে চলে যায়। ছাত্র পরিষদের জেলা সহ-সভাপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন—এই পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। জেলা, প্রদেশ নেতাদের উপস্থিতিতেও হৈ হট্টগোল শুরু হওয়ায় সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়।

প্রবীণ শিক্ষকদের বিদায় সম্বর্ধনা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ জানুয়ারী ছাত্র, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই প্রবীণ শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপ্রসাদ সিংহকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। ঐ দিনই রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীনাথ রায়ও অবসর নেন। ছাত্র ও সহকর্মীরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ এবং রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রমাপতি মণ্ডল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন চালক হত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৬ জানুয়ারী বিকালের দিকে স্থানীয় থানার তালাই গ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে বহরমপুর থেকে আগত একটি খালি লরী (ডাবলু জি কিউ ১৭৫৬) এবং বিহার থেকে পাট বোঝাই একটি লরীর (ডাবলু বি এল ২৭৩৮) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বোঝাই গাড়ীর চালক কিনিয়া যাদব ঘটনাস্থলে মারা যান।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান

কার্ডস্ কেয়ার

র ঘু না থ গ ঞ্জ